The Bangladesh Monitor - A Premier Travel Publication

পাহাড় ও গ্রামে ফিরছে জাপানের পর্যটন

- A Monitor Desk Report Date: 15 March, 2026

ঢাকাঃ প্রথাগত পর্যটন কেন্দ্র টোকিও বা কিয়োটোর বাইরেও দেশটির গ্রামীণ জনপদ, প্রাচীন রাস্তাঘাট এবং উপকূলীয় অঞ্চলগুলো এখন বিশ্বজুড়ে ভ্রমণপিপাসুদের কাছে নতুন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে।

জাপান ন্যাশনাল টুরিজম অর্গানাইজেশনের (জেএনটিও) তথ্যানুযায়ী, ২০২৫ সালে রেকর্ড ৪ কোটি ২৭ লাখ আন্তর্জাতিক পর্যটক জাপানে ভ্রমণ করেছেন, যা দেশটির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রতিফলন।

জেএনটিওর ফ্রাঙ্কফুর্ট অফিসের পরিচালক সায়াকা উসুই জানান, জাপানে প্রথমবার আসা পর্যটকদের কাছে মন্দির ও ঐতিহাসিক এলাকাগুলো প্রধান আকর্ষণ হলেও যারা বারবার জাপানে ফিরছেন, তারা এখন আরো গভীর ও ভিন্ন অভিজ্ঞতার খোঁজে রয়েছেন।

নতুন এ পর্যটকদের চাহিদা মেটাতে দেশটির পর্যটন কর্তৃপক্ষ এখন গ্রামীণ পাহাড়ি পথ থেকে শুরু করে উপকূলীয় রুট ও ঐতিহ্যের ছোঁয়া থাকা গ্রামগুলোকে তুলে ধরছে।

পর্যটনসংশ্লিষ্টদের মতে, দেশটির পর্যটন প্রসারের অন্যতম প্রধান কারণ হলো উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। জাপানের দক্ষ ট্রেন ও বাস নেটওয়ার্কের কারণে পর্যটকরা এখন খুব সহজেই প্রত্যন্ত এলাকায় যাতায়াত করতে পারছেন।

এছাড়া পর্যটকদের জন্য ইংরেজিতে পর্যাপ্ত তথ্য থাকার ফলে তাদের মনে ভ্রমণের ভয় বা দ্বিধা অনেকটাই কমে গেছে।

ফলে হোটেল ব্যবসায়ও এসেছে বৈচিত্র্য। কেবল বড় শহরগুলোয়ই নয়, আঞ্চলিক এলাকাগুলোয়ও এমন সব হোটেল গড়ে উঠছে, যা প্রাচীন জাপানি স্থাপত্যের সঙ্গে আধুনিক বিলাসিতার মিশেল ঘটিয়েছে। পুরনো বাড়িগুলোকে সংস্কার করে তৈরি করা বিলাসবহুল হোটেলগুলোয় পর্যটকরা জাপানি স্থাপত্যের ঐতিহ্যের পাশাপাশি আধুনিক আরাম-আয়েশ ও সুস্বাদু খাবারের স্বাদ পাচ্ছেন।

প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য জাপান এখন এক নতুন স্বর্গরাজ্য। বিশেষ করে ইউরোপের ভ্রমণপিপাসুদের কাছে পাহাড়ি ও উপকূলীয় অঞ্চলগুলো বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। একসময় এডো (বর্তমান টোকিও) ও কিয়োটোকে সংযুক্তকারী নাগানোর ঐতিহাসিক 'নাকাসেন্দো ট্রেইল' এখন পর্যটকদের জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতা। সেখানে পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে থাকা পুরনো গ্রামে মানুষ আজও তাদের দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করছে।

টোকিও থেকে দ্রুতগামী রেল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উত্তরের অঞ্চলগুলোয় পৌঁছনো এখন খুবই সহজ, যা জাপানের পর্যটন খাতকে আরো ত্বরান্বিত করছে।

-B